17 JUL 2008

দৈনিক
ইত্তেফাক

বরিশালে ছাত্রদল নেতা সেন্টু র‍্যাবের এনকাউন্টারে নিহত

জানাজায় ৩ মেয়র প্রার্থী ● বিএম কলেজে শোকমিছি

॥ বরিশাল অফিস ॥

বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি ও বিএম কলেজের সাবেক ভিপি মশিউল আলম র‍্যাবের এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নগরীর বিল্লবাড়ি এলাকায় এ ঘ ঘটে। এ সময় র‍্যাব ঘটনাস্থল থেকে একে-৪৭সহ ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে

র‍্যাব জানায়, মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলের একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ফেরার পথে নীলক্ষেত এলাকা থেকে র‍্যাবের হাতে আটক হয়। সেন্টুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাতেই র‍্যাবের একটি টিম তাকে নিয়ে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। গভীর রাতে নগ কাশীপুর-লাকুটিয়া সড়কের বিল্লবাড়ি এলাকা অতিক্রমকালে সেন্টু বাহিনীর সদস্যরা র‍্যাবের গ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে র‍্যাবের গাড়ির সামনের গ্লাস ভেঙ্গে যায়। এ সময় র‍্যাবও পাল্টা চালায়। এ সুযোগে সেন্টু পালানোর চেষ্টা চালালে এনকাউন্টারে সে নিহত হয়। র‍্যাব ঘটনাস্থল থে ১টি একে-৪৭, ২টি বন্দুক, ১টি পিস্তল এবং ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। কোতয়ালী থানা সূত্র জান সেন্টুর বিরুদ্ধে ২টি হত্যা, ৫টি হত্যা প্রচেষ্টা, ২টি অস্ত্র এবং চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘট মোট ২০টি মামলা রয়েছে। এদিকে সেন্টু নিহত হওয়ার খবর বিএম (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ

বারশালে ছাত্রদল

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজ ক্যাম্পাসে পৌঁছলে দলীয় নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে শোক মিছিল বের করে। তারা শোক দিবস পালন এবং ক্লাস বর্জনের জন্য অধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানায়। তবে অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে সাড়া দেননি। নগরীর অশ্বিনী কুমার হল ও বিএম কলেজে পৃথক দু'টি জানাজার প্রস্তুতি নেয়া হলেও প্রশাসনের অনুমতি মেলেনি। বিকেলে সেন্টুর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আছরবাদ তার কাউনিয়ার বাসভবনের সামনে নামাজে জানাজা শেষে তাকে মুসলিম গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় এখানকার ৩ মেয়র প্রার্থী মহানগর আওয়ামী লীগের আহবায়ক শওকত হোসেন হিরন, মহানগর বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব কামাল ও জেলা বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবায়েদুল হক চানসহ বিভিন্ন দলের শতশত নেতা-কর্মী যোগ দেন। জানাজা উপলক্ষে কাউনিয়া এলাকায় দুপুর থেকেই পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রতিবাদী জনতাকে স্তব্ধ করতে সেন্টুকে হত্যা করা হয়েছে : দেলোয়ার

বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ছাত্রদল সহ-সভাপতি মশিউল আলম সেন্টুকে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় গুলি করে হত্যার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মানুষের মৌলিক ও মানবাধিকার হরণের পর বর্তমান সরকার বেঁচে থাকার অধিকারও হরণ করা শুরু করেছে। প্রতিবাদী জনগণকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ছাত্রনেতা মশিউল আলম সেন্টুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

সেন্টু 'হত্যার' প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মশিউল আলম সেন্টু হত্যার প্রতিবাদে বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রদল। সমাবেশ থেকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

ঢাবি ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, সহ-সভাপতি জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল-সহ সাধারণ সম্পাদক হায়দার আলী লেনিন প্রমুখ।